দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকা, মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪১৬, ১২ মে ২০০৯

আত্মঘাতি নয়, চাই উদার ও উৎপাদনমুখী শিল্প নীতি

ড. এম. আজিজুর রহমান

সাম্প্রতিক দৈনিক পত্রিকার তথ্যমতে শিল্প নীতির খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। এ খসড়ায় দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, শুল্ক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন, ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো, বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি অনেক কথার ফুলঝুড়ি রয়েছে। দেশীয় শিল্প বিদেশী বিনিয়োগের মতোই প্রণোদনা পাবে, বিরাষ্ট্রীয়করণ বন্ধ হওয়ায় শিল্প খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়বে। প্রস্তাবিত শিল্প নীতিতে কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, পর্যটন শিল্পসহ ১৬টি খাতকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক কর অবকাশের কথা বলা আছে। প্রস্তাবিত এ শিল্প নীতি বাস্তবায়িত হলে উল্লেখিত মিষ্টি কথাগুলো কতটা তিক্ত হয়ে উঠবে এবং তা দেশের জন্য কতটা বিধ্বংসী হবে সে সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিল্প খাতকে ঢালাওভাবে জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণ শব্দের অর্থ সরকারী মালিকানা, সাম্যবাদ ও সাম্যবাদী ধাঁচের অর্থনীতি, উৎপাদন ও শিল্প নীতি গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা। এ জাতীয়করণ কর্মসূচী কালসাপের মত বিগত প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত আমাদের দংশন করে আসছে। সারা বিশ্বের ওঝারা এসে ঝাঁড়-ফুঁক দিয়েও আমাদের সুস্থ করতে পারছে না। আর এরই ফল হল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় শিল্প খাতে সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাট, লাভজনক সংস্থা লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত, শিল্প খাতে হাজার হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি, সরকারী শিল্প খাতে দুর্নীতি ও সরকারী ব্যর্থতা, ব্যাংকের দেনার দায়ে নিমজ্জিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাজার হাজার কোটি টাকার অপূরণীয় লোকসান ইত্যাদি।

একটি দেশের সরকারের গুরুদায়িত্ব হল সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে দেশ পরিচালনা করা। এ লক্ষ্যে আইনী প্রক্রিয়া কর আদায় করে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা, দুর্নীতি নির্মূল করা, আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, কর আদায় ও রাজস্ব আয়ের বিভাজন ও বিতরণের মাধ্যমে আয়, উন্নতি সমতা বিধান, দারিদ্র্য বিমোচন করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা সরকারের দায়িত্ব। শীল-পাটা তৈরীসহ বিভিন্ন কারখানা পরিচালনা করা সরকারের কাজ ও দায়-দায়িত্ব নয়। বিশ্বের কোন দেশে সরকার এসব দায়-দায়িত্ব পালন করে না। কারণ এর প্রতিফল বড়ই ভয়াবহ। শত বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে রাশিয়ার ও পূর্ব ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশ আজ সাম্যবাদী নীতিমালা পরিহার করে বেসরকারীকরণের শিল্প নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সাম্যবাদী রাশিয়া এক সময় খুব নিম্নমানের জীবন-যাপন করতো এবং বর্তমান রাশিয়া ও এর জণগোষ্ঠী উন্নতমানের জীবন-যাপন করছে একথা সবাই জানে। ইউক্রেনসহ তথাকথিত রাশিয়ার বিভিন্ন উন্মুক্ত অঙ্গরাজ্যের জনগণ ঘড়ী-গাড়ীসহ অনেক উন্নতমানের জীবন-যাপন করতে পারছে। অর্থনৈতিক উন্নতি ও উন্নতমানের জীবন-যাপন লক্ষ্য করা যায় পূর্ব ইউরোপসহ অনেক দেশে যারা আগে কট্টর সাম্যবাদী ছিল। সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়ার তুলনায় বেসরকারীকরণকৃত পুঁজিবাদী দক্ষিণ কোরিয়ার সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন পদ্ধতি অনেক উন্নতমানের। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যার আবাসভূমি বৃহৎ চীন। যারা সব তন্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে শুধু যে তন্ত্রে বিশ্বাসী তা হল ব্যবসায়ীতন্ত্র। ব্যবসায়ীতন্ত্র ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে চীনা জনগণ ফিরে পেয়েছে উন্নতমানের জীবন-যাপন। তৎকালীন কট্টর সাম্যবাদী চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি ছোট্ট জাতি ধনতান্ত্রিক তাইওয়ানীজদের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত, যাদের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় প্রায় আমেরিকা ও কানাডার কাছাকাছি। এদের উন্নতমানের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন খাত এশিয়া মহাদেশে খুবই সমাদৃত। আরও স্পষ্ট ও নিকটতম উদাহরণ হলো বাংলা (পশ্চিম বাংলা), বিহার, উড়িষ্যাসহ ভারতের উত্তর ও পূর্বের সাত-কন্যাসহ জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য শুধু সাম্যবাদী আইনের কারণে খুবই দরিদ্র। এদের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নমানের এবং করুণ। অন্যদিকে বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজসহ বিভিন্ন এলাকায় ধনতান্ত্রিক কায়দায় বেসরকারীকরণের মাধ্যমে পশ্চিমাদের মত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে।

উপরিউক্ত রাষ্ট্রীয়করণ ও বেসরকারীকরণের পারস্পরিক বিপরীত চিত্র স্বয়ং বাংলাদেশেও খুব স্পষ্ট। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে বেশীরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত বেসরকারী খাতে। যেগুলো জাতীয়করণের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে এনে আমরা অশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হই। জাতীয়করণকৃত সংস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের লেজুরবৃত্তিক রাজনীতি ও অনিয়মিতভাবে রাজনৈতিক প্রভাব, অবৈধ ও অনিয়মিত দাবী-দাওয়া যেমন বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, পদোন্নতি ইত্যাদি সুবিধা অর্জন, দক্ষতা ও নৈপূণ্যতার অভাব, মনোযোগের অভাব, জবাবদিহিতার অভাব, কথায় কথায় ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, কাজ না করে বেতন নেয়া ইত্যাদি অনেক ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে জাতীয়করণকৃত অনেক শিল্প-কারখানা হারিয়ে যেতে বসেছে।

বিশ্বের উন্নত, অর্ধউন্নত, অনুন্নত অনেক দেশের সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সংস্থাগুলোর বৈশিষ্ট্যগত চিত্র প্রায় একই। আমার অভিজ্ঞতায় ৫০ উর্ধ্ব এক আমেরিকান ভদ্রলোক আমেরিকায় সরকারী অফিসে নতুন করে চাকুরী শুরু করে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন সারা জীবন তিনি বেসরকারী চাকুরীতে অনেক শ্রম দিয়েছেন। এ বয়সে একটু আরাম-আয়েসের জন্য সরকারী অফিসে যোগ দেন। আরও এক আমেরিকান ভদ্রলোক সরকারী অফিসে বসে প্রায়ই জোড়ে জোড়ে হাসতেন। কারণ জানতে চাইলে বলতেন Laughter is the best exercise। ইতোপূর্বে বেসরকারী চাকুরীতে এ ধরনের চর্চা তেমনভাবে তিনি করতে পারতেন না। বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা যায় সরকারী চাকুরী করা অতি সহজ, আর যদি গবেষণা অফিসে কাজ হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। অর্থাৎ তাদের কারও কাছে কোন জবাবদিহি করতে হয় না। বেসরকারী সংস্থায় দক্ষতার সাথে দক্ষ লোকবল নিয়ে কাজ করা, উৎপাদন করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, আয়-উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যুক্তিসংগত স্বার্থপরতা কাজে লাগিয়ে কঠোর পরিশ্রমী হবার পরিবেশ সৃষ্টি করা অর্থাৎ বিশ্বমানবের কল্যাণ ও বৃহৎ স্বার্থে বেসরকারী খাত ও এর কর্মকাণ্ডের কোন বিকল্প নেই। তাই বিশ্বের বুকে ছোট-বড় প্রতিটি দেশের উৎপাদন বা শিল্প খাত বলতে আমরা বুঝি বেসরকারী খাত এবং প্রশাসনসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামো তৈরীর খাত বলতে আমরা বুঝি ছোট্ট একটি সরকারী খাত।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঢালাওভাবে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এর ফলে খাল কেটে কুমির আনার মত সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এক সময় কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু পাটকলগুলো জাতীয়করণের ফলে পাটজাত দ্রব্য তৈরী ও রফতানী প্রায় নিঃশেষে হওয়ার পথে। যেমন– আদমজী, ইস্পাহানি, নিশাত জুটমিলসহ বড় বড় পাটকল এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। অলিম্পিয়া, মুন্নু, জিন্নাত, কাদেরিয়া, মেঘনা, সাতরংসহ বিভিন্ন টেক্সটাইল মিলও বন্ধ হওয়ার পথে। হাজার হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিয়েও এগুলোকে আর পুনরুজ্জীবিত করা যাচ্ছে না। জাতীয়করণের পরপরই দলীয় নিয়োগের স্বার্থে অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন মিলে অপ্রয়োজনীয়ভাবে শত শত বাড়তি লোকের নিয়োগ দেয়া শুরু হয়। আশির দশকের শেষ দিকে তৎকালীন মুদ্রামূল্যে সরকারী মালিকানাধীন অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিল প্রায় ৩০ কোটি টাকার লোকসান বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এখানে অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাজনৈতিক কারণে প্রায় এক হাজার বাড়তি লোকের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারী খাতে পরিচালিত আশরাফ টেক্সটাইল মিল বরাবরের মত এখনো খুব ভালো করছে। বেসরকারী খাতের যানবাহন সুবিধা বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধ হওয়ায় সরকারীভাবে পরিচালিত বিআরটিসি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের সর্বমোট ১৭টি চিনিকলের ভেতরে বেসরকারী খাতের ২টি ছাড়া বাকী সবগুলো অচল প্রায়। সরকারী মিলগুলোতে দুর্নীতি, দক্ষতার অভাব, নতুন ও বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগের অভাব সব মিলে চিনিশিল্পে এ ধস নেমে এসেছে। ভারত থেকে আমদানীকৃত চিনির মূল্য বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের খরচের চেয়ে কম হওয়ায় ভারত বাংলাদেশের চিনির বাজার দখল করে বসেছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের চিনিকলগুলোতে তালা ঝুলছে। ২০০৮ সালে ঈদুল ফিতরের আগে খুলনায় জাতীয়করণকৃত একটি কাগজের মিলে বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবীতে মিল শ্রমিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মাহুতি দেবার প্রস্তুতি নেয়। এ হলো জাতীয়করণকৃত শিল্প সংস্থার কাহিনী সংক্ষেপ। দুর্নীতি, লুটপাট, কাজ না করে বেতন নেয়া, লেজুরবৃত্তিক রাজনীতি, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লোকবল বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেই সরকারী শিল্প-কারখানাগুলোর ধ্বংস নেমে এসেছে। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের করুণ দৃষ্টান্ত নেই।

বাংলাদেশের বেসরকারী খাতে স্বর্ণের খনির মত বেশকিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে জনশক্তি রফতানীসহ পোশাক শিল্প, হিমায়িত মাছ, চিংড়ি মাছের ঘের, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি ইত্যাদির উপর খুবই নির্ভরশীল। সৌভাগ্যবশত এসব শিল্প খাত জাতীয়করণ নামে কোন সরকারী হস্তক্ষেপ নেই। বেসরকারী খাতের চা ও চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে বেশী ভালো করছে। মানুষ চায় নিজের কর্মকাণ্ড নিজের মত পরিচালনা করে যত বেশী সম্ভব লাভবান হতে। বেসরকারী খাতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের দেশের মানুষের জন্য পরিশ্রমী হবার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। বেসরকারীভাবে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে শিল্প খাত ও শিল্প খাতের সমৃদ্ধকরণ সম্ভব। জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকারী পরিচালনাধীনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন মালিক থাকে না, যা থাকে শুধু লুটপাট এবং 'সরকারী মাল দরিয়া মে ঢাল' এ ধরনের একটি অপ্রত্যাশিত পরিবেশ। তাই বেসরকারী খাতে হয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বংশ বৃদ্ধি আর জাতীয়করণের মাধ্যমে হয় সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস। নতুন শিল্প নীতির যে খসড়া দাঁড় করানো হয়েছে তার মাধ্যমে বেসরকারীকরণ বন্ধ করে দেশেকে পঙ্গুত্বের দিকে ধাবিত করা হবে। এটি বাংলাদেশের উৎপাদনশীল মানুষের কাম্য হতে পারে না। তাই সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে প্রস্তাবিত শিল্প নীতি প্রত্যাখ্যান করে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে উদার ও উৎপাদনমুখী শিল্প নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করছি।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেল, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।